গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা বিধি

বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ

গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা বিধি
বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
৩৭/এ/২ উত্তর আদাবর বাজার, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৯১৫৬২২৩৭৮, ০১৭২৪৪৯৮১৮১, ০১৭৪৭৩৪০৪৩৮

প্রকাশকাল :
মার্চ ২০১৪ ঈসায়ী
জামাদা আল-উলা ১৪৩৫ হিজরী
চৈত্র ১৪২১ বাংলা

মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০ কপি

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র।

GATHANTANTRO & PARICHALONA BIDHI
(Constitution)
Published by
BANGLADESH AHLI-HADITH CHATRASHAMAJ
Central Office : 37/A/2 North Adabar Bazar, Dhaka-1207,
Mob : 01915622378, 01724498181, 01747340438

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে দেশের প্রথম আহলেহাদীস ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ এর গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা বিধি প্রকাশিত হলো। ফালিল্লাহিল হামদ। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম দেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করা আজ সময়ের দাবী। তাছাড়া দীর্ঘদিন থেকেই এদেশের ছাত্র-তরুণদের মাঝে নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শভিত্তিক একটি ছাত্রসংগঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল।

সময়ের দাবী পূরণ ও ছাত্রসমাজের আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে সৎ, যোগ্য, দ্বীন ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব তৈরি এবং উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার বলে বলিয়ান এবং সুশিক্ষিত আদর্শ ছাত্রসমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করে একটি 'লিয়াজোঁ কমিটি' গঠন করা হয়। এ কমিটি আগ্রহী ছাত্রদের সাথে পরামর্শ করে সংগঠনের নাম প্রস্তাব করে যা ১৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখে মাতৃসংগঠন বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আত কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।

এরই মধ্যে গত ৮ রমাযান ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৮ আগস্ট ২০১১ খ্রিস্টাব্দ সোমবার রাজধানী ঢাকা'র পুরানা পল্টনস্থ বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন মিলনায়তনে সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিল শেষে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্রদের মধ্য থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র জনাব রেজাউল করিমকে আহ্বায়ক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনাব শাহাদাৎ হুসাইন খানকে সদস্য সচিব করে ১৮ (আঠার) সদস্যের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন ও অনুমোদন দেয়া হয়।

একই বৈঠকে মাতৃসংগঠনের নায়েবে আমীর জনাব ড. মোহাম্মদ মোছলেহ্ উদ্দিনকে তত্ত্বাবধায়ক, মাতৃসংগঠনের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আবদুল অদুদকে উপদেষ্টা এবং ছাত্রসমাজের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবকে যথাক্রমে আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব করে সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা বিধি প্রণয়নের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির বাকী সদস্যবৃন্দ হলেন মুহাম্মাদ তৌহিদ বিন তোফাজ্জল হক,

গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা বিধি
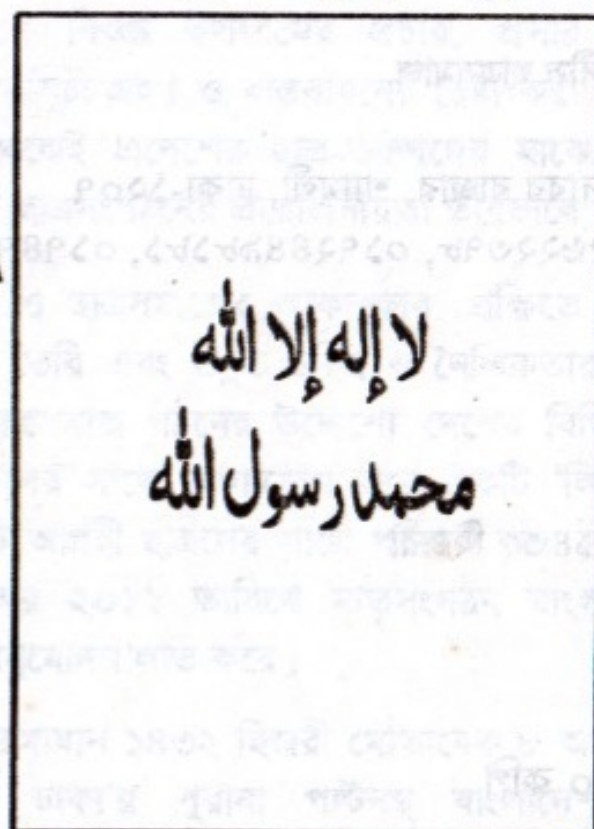
বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ

আমিনুল ইসলাম, হাবীবুর রহমান ফুরকান। উক্ত কমিটির সদস্য সচিব গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা বিধির খসড়া প্রণয়ন করে কমিটির আহ্বায়ক ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দের সাথে একাধিকবার মিটিং করে তাদের লিখিত ও মৌখিক মতামত, পরামর্শ ও সংশোধনী গ্রহণ করেন। তৎপরবর্তীতে এ সাব-কমিটি খসড়া গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সমৃদ্ধি ও পরিমার্জনের জন্য তত্ত্বাবধায়কের সাথে একাধিকবার বৈঠক করেন।

অতঃপর ২৬ জুলাই ২০১৩ খ্রি. তারিখে সাব-কমিটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির নিকট গঠনতন্ত্রের খসড়া হস্তান্তর করে। এবং একই তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সভায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী শেষে গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা বিধির চূড়ান্ত খসড়া সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ৩১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আত এর নিকট পেশ করা হয়। মাতৃসংগঠনের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও অনুমোদন লাভের পর তা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যে কোন ধরনের সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের প্রয়োজন দেখা দিলে তা পরবর্তী সংস্করণে নিয়মতান্ত্রিকভাবে করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। পরবর্তী সংশোধনী না হওয়া পর্যন্ত এই গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা বিধি মেনে চলা সংগঠনের প্রতিটি স্তরের কর্মীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ্ আমাদের চেষ্টাকে সফল ও পূর্ণ করুন এবং উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমীন।

ওয়াসসালামু আলাইকুম

তারিখ
২৭ মার্চ ২০১৪

শাহাদাৎ হুসাইন খান
সদস্য সচিব
গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা বিধি প্রণয়ন সাব-কমিটি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা বিধি

প্রথম অধ্যায়

ধারা- ১ : সংগঠনের নাম :

বাংলা : বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ
ইংরেজী : BANGLADESH AHLI-HADITH CHATRASHAMAJ
আরবী : جماعة طلاب أهل الحديث بنغلاديش

ধারা- ২ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীস-এর ভিত্তিতে ছাত্র ও তরুণদের মাঝে ইসলামের সার্বিক প্রচার-প্রসার, সকল ক্ষেত্রে এর সর্বোচ্চ আদর্শ উপস্থাপন এবং জীবনের সর্বত্র শরীয়তের যথাযথ অনুশীলন ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো। আর এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

ধারা- ৩ : মনোগ্রাম পরিচিতি : মনোগ্রাম বিশ্লেষণ :

মনোগ্রামের বাইরের পাঁচটি কোণ দ্বারা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ (তাওহীদ ও রিসালাতের কালেমাহ্, ছালাত, যাকাত, ছাওম ও হাজ্জ) কে বুঝানো হয়েছে। আর মনোগ্রামের বহিঃপার্শ্বে উল্লেখকৃত সূরাহ্ 'আলাক-এর প্রথম পাঁচ আয়াত (১. পাঠ কর তোমার রব-এর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; ২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক হতে; ৩. পাঠ কর, তোমার রব্‌তো পরম দানশীল; ৪. যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন; ৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।) দ্বারা যথাক্রমে স্রষ্টার নামে পড়া, ওয়াহীর জ্ঞান অর্জন, সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন, বিজ্ঞান সহ সকল শাখা-প্রশাখায় বিচরণ ও কলমের ব্যবহারের গুরুত্ব, জ্ঞানের উৎস ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান কর্তব্য প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশনা বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াত পাঁচটি দ্বারা ইসলামী শিক্ষানীতির প্রধান দিকগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ কলম এর তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখের কারণে মনোগ্রামের নিচের অংশে

ত্রিভুজের মাঝে কলম প্রতীক দেয়া হয়েছে। আর এই কলম প্রতীকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, উন্নত চরিত্রের অনুশীলন এবং সর্বত্র শান্তি স্থাপনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মনোগ্রামের উপরের অংশের মাঝে তাওহীদ ও রিসালাতের কালেমা উল্লেখ করার মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্'র একত্ব ও কর্তৃত্ব এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রতি নিরঙ্কুশ বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রদর্শন করার অপরিহার্যতা বুঝানো হয়েছে। মনোগ্রামের নিচের অংশের ত্রিভুজের তিনটি কোণ দ্বারা বিখ্যাত "হাদীসে জিবরীল" অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা ঈমান, ইসলাম ও ইহসানকে বুঝানো হয়েছে। উপর্যুক্ত বিষয় ও নীতিসমূহের ভিত্তিতে এই সংগঠন একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ছাত্রসংগঠন হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

ধারা- ৪ : কার্যালয় :

এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে অবস্থিত হবে। তবে প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার সিদ্ধান্তক্রমে ও মাতৃসংগঠনের অনুমোদনক্রমে তা দেশের অন্যত্র স্থাপন করা যাবে।

ধারা - ৫ : মূলনীতি : পাঁচটি :

১. তাওহীদ ও রিসালাত ভিত্তিক কার্যক্রম :

কালেমায়ে তাওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্যিকার ইলাহ্ (ইবাদত পাওয়ার যোগ্য) নেই এবং কালেমায়ে রিসালাত 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ'র রাসূল। ইসলামের এই উভয় কালেমার মর্মার্থ ও ব্যাপক দাবি সার্বিকভাবে উপলব্ধি করে অন্তরে বিশ্বাস করা, মস্তিস্কে স্থাপন করা, মুখে স্বীকৃতি দেয়া ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমলের মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটানো।[১] তাওহীদ ও রিসালাতের ভিত্তিতে ঈমান ও ইসলামের বাকী স্তম্ভসমূহের[২] উপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন করা ও যথাযথভাবে কার্যকর করা।

---

[১]. বিশেষত : তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত এবং আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) প্রসঙ্গে যথাযথ জ্ঞান রাখা এবং নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, পথপ্রদর্শক এবং সকল যুগে সর্বত্র নিরঙ্কুশ নেতৃত্বের যোগ্য বলে বিশ্বাস করা এবং তাঁর আদর্শকে সকল আদর্শের উপর প্রাধান্য দেয়া এবং বিশ্ব মানবতার কাছে গ্রহণযোগ্যভাবে উপর্যুক্ত দা'ওয়াত পৌছে দেয়া।

[২]. ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলী ছয়টি : আল্লাহ'র উপর বিশ্বাস, মালায়িকাহ (ফেরেস্তাগণ) এর উপর বিশ্বাস, আসমানী কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস, রাসূলগণের উপর বিশ্বাস, আখেরাতের উপর বিশ্বাস এবং তাকদীরের উপর বিশ্বাস। আর ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো হলো : আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়া এবং আরো সাক্ষ্য দেয়া যে, মুহাম্মাদ

২. ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসাবে বিশ্বাস ও পরিগ্রহণ এবং ইসলামী শরী'য়াতকে সকল সমস্যার সমাধান হিসাবে মান্য করণ :

সর্বযুগে জীবনের সকল ক্ষেত্রে (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচারিক, শিক্ষা-সভ্যতা-সাংস্কৃতিক, পররাষ্ট্রীয়, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি সহ সকল ব্যবস্থাপনায়) ইসলামকে সকল সমস্যার সমাধান দেয়ার যোগ্য বলে বিশ্বাস করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রেরিত নবী (ছাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নির্দেশিত, চর্চিত কিংবা প্রতিষ্ঠিত যে কোন কিছুর সত্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মান্যতা মুসলিমের ঐচ্ছিক বিষয় নয় বরং বাধ্যতামূলক।

৩. কুরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী সকল বিশ্বাস, আমল ও কর্মকাণ্ড বর্জন :

প্রচলিত ধর্মাচার, দেশাচার, লোকাচার ও নিরপেক্ষতা যে নামে যে ক্ষেত্রেই কুরআন ও সুন্নাহ'র বিরোধীতা হোক না কেন তা পরিহার করা এবং একজন খাঁটি মুসলিমের কর্তব্য হিসাবে শরীয়তের ছহীহ দলীলের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করা ও তদানুযায়ী আমল করা। সকল প্রকার শির্ক, বিদ'আত ও কুসংস্কার ত্যাগ করা। আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে একমাত্র নবী (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তরীকা অর্থাৎ তরীকায়ে মুহাম্মাদীয়্যাহ্ অবলম্বন করা এবং অভিনব কোন পথে পদক্ষেপ না করা।

৪. নেতৃত্ব ও আনুগত্যের পদ্ধতি ও ধারাবাহিকতা তৈরি :

নেতৃত্বকে শরী'য়তসম্মতভাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া ও আনুগত্য করা, তবে স্বৈরাচার ও অন্ধ অনুসরণ না থাকা, আবার সংশ্লিষ্ট সকলের যথাযথ সম্মান ও গুরুত্ব থাকা। নিয়মতান্ত্রিক পরিচর্যার মাধ্যমে এ বিষয়ে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি গড়ে তোলা। 'ইল্ম, আমল, দা'ওয়াতী কাজ, সাংগঠনিক তৎপরতা ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে সকল স্তরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দায়িত্ব বণ্টন করা। ছাত্রদেরকে আল্লাহ্ভীরু, গুণগত মানসম্পন্ন, ত্যাগী, জনসেবক ও সৎসাহসী নেতৃত্বের যোগ্য হিসাবে গড়ে তোলা।

৫. ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব জোরদার, নৈতিকতাবোধ ও আদর্শবাদ জাগ্রত করা :

কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে মুসলিমদের বিশেষ করে ছাত্র ও যুবকদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধি ও তাদের নৈতিকতাবোধ জোরদার করা, তাদেরকে আদর্শবান করে গড়ে তোলা এবং কওমের বৃহত্তর স্বার্থে এক মঞ্চে সমবেত করা, সাথে সাথে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশুদ্ধ ও উন্মুক্ত জ্ঞানচর্চা এবং সত্যানুবর্তীতার পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখা।

(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, ছিয়াম (রোযা) পালন করা, এবং সামর্থ থাকলে হাজ্জ আদায় করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারা- ৬ : কর্মসূচী : মৌলিক কর্মসূচী ছয়টি :

১. দাওয়াত ও তাবলীগ (আহ্বান ও প্রচার)
২. তানযীম (সংগঠিত করণ)
৩. তা'লীম ও তারবিয়াহ্ (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ)
৪. তাযকিয়াহ্ (শুদ্ধি অর্জন ও করণ)
৫. শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্কার
৬. সমাজ সংস্কার

কর্মসূচির ব্যাখ্যা :

১. দা'ওয়াত ও তাবলীগ (আহ্বান ও প্রচার) :

একজন মুসলিমের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর অন্যতম হলো দা'ওয়াত ও তাবলীগ। ছাত্রসমাজ ও তরুণ-যুবকদের মাঝে আল্লাহ'র অহী তথা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচার করা ও পৌঁছে দেয়া। সাথে সাথে ছাত্রদেরকে সমাজের সকল স্তরে দাওয়াতী কাজ করার জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা ও উৎসাহ প্রদান। দা'ওয়াত ও তাবলীগী কাজের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও ফযিলত সম্পর্কে ছাত্রদেরকে অবগত করার পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করা। এর মাধ্যমে ছাত্রদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং স্তরে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের চর্চার দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা।

২. তানযীম (সংগঠিত করণ) :

ইসলামে বিশৃঙ্খল ও লাগামহীন জীবনযাপনের কোন অবকাশ নেই। এটি একটি সুসংগঠিত ও সুসমন্বিত জীবন ব্যবস্থা। কোন বিশেষ বা বৃহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছা বা অগ্রগতি লাভ করা সাধারণত নিয়মতান্ত্রিকভাবে জনমত গঠন ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ছাড়া সম্ভবপর নয়। তাই যে সকল ছাত্র এই সংগঠনের দাওয়াত প্রদান করবেন এবং সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচীর সঙ্গে একমত পোষণ করবেন তাদেরকে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত জীবনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে ধারণা দেয়া ও সংগঠনবদ্ধ করা, যাতে তাঁরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে সফলভাবে কাজ করে যেতে পারেন।

৩. তা'লীম ও তারবিয়্যাহ্ (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) :

এই সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে, মূলনীতি ও কর্মসূচীর সঙ্গে একমতপোষণকারী ছাত্রদেরকে খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান দান করা এবং এর সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়াবলী (শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার, ব্যক্তির অন্ধ-অনুসরণ, নব্য জাহিলিয়্যাত, ইসলামবিরোধী মতবাদ ও কৃষ্টি কালচার ইত্যাদি) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা

প্রদান এবং আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ বিনির্মানের দিকে উদ্বুদ্ধ করা। সাথে সাথে ছাত্রদের জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও মান উন্নয়নের জন্য সংগঠনের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সাংগঠনিক স্তরে তারবিয়াহ বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪. তাযকিয়াহ্ (শুদ্ধি অর্জন ও করণ) :

তাযকিয়াহ্ মানুষের সমগ্র জীবনব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। এর প্রথম স্তর হচ্ছে আত্মশুদ্ধি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে এই সংগঠনের অধীনে সমাগত ছাত্রদের সর্বপ্রথম আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন ও ক্রমান্বয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও স্তরে সকল ধরনের অন্যায়, দুর্নীতি, পঙ্কিলতা, কদর্যতা ও অসুন্দর বিষয়াবলী বর্জন। তাকওয়া (আল্লাহভীতি), ইস্তিকামাত (দৃঢ়তা ও অবিচলতা), ইনসাফ-আদালত (ন্যায়পরায়ণতা-ন্যায়বিচার), ছাদাকাত (সত্যবাদিতা), সাখাওয়াত (দানশীলতা), আমানত ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন।

৫. শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্কার :

আদর্শ মুসলিম তৈরীর লক্ষ্যে সঠিক ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে/ভিত্তিতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা পরিচালনা করা এবং ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর চলমান শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষার প্রচলন করা। সাধারণ শিক্ষার নামে বিদ্যমান/প্রচলিত অপশিক্ষা ও বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার এবং ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত একপেশে শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে চেষ্টা চালানো এবং একে ব্যাপক ও বিস্তৃত করা। সাথে-সাথে ছাত্রসমাজের প্রকৃত স্বার্থ সংরক্ষণে ও তাদের সমস্যা সমাধানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন পরিচালনা। শিক্ষাক্ষেত্রগুলো মানবতা ও উন্নত চরিত্র অনুশীলনের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা। জ্ঞানকে সহজলভ্য করা এবং অ-ব্যবসায়িক মানসিকতা অক্ষুণ্ন রাখা। কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের ব্যাপারে ছাত্রসমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে সচেতন করা। সকল আদর্শ ও সংস্কৃতির মোকাবেলায় ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা, শালীনতা, মননশীলতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও স্থায়িত্ব প্রমাণ করা। ছাত্র-শিক্ষকের ও ছাত্রদের পারস্পরিক সম্মানবোধ ও দলমত নির্বিশেষে সদাচরণ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন।

৬. সমাজ সংস্কার :

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইসলামের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী আল-আমরু বিল মা'রূফ তথা সৎকাজের আদেশ ও আন-নাহী 'আনিল মুনকার' তথা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এই কর্মসূচীর আওতায় সৎকাজের আদেশ প্রদান ও তা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো এবং সমাজে প্রচলিত ইসলামে নিষিদ্ধ বিভিন্ন ধরনের অন্যায়, কুসংস্কার, অসৎ ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করা আর এসব অসৎ কাজে জড়িতদের বিরত রাখার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাধ্যমত চেষ্টা করা এবং ইসলামী জনকল্যাণকর উন্নত সমাজ বিনির্মাণের প্রয়াস চালানো।

তৃতীয় অধ্যায়

ধারা- ৭ : কর্মীদের স্তর : চারটি :

১. সমর্থক : যে ছাত্র

(১) সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচীর সাথে একমত পোষণ করেন;
(২) দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে উৎসাহবোধ করেন;
(৩) দাওয়াতী বৈঠকে উপস্থিত হন;
(৪) সংগঠনকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেন এবং
(৫) সমর্থক ফরম পূরণ করেন, তিনি সমর্থক।

২. প্রাথমিক সদস্য : যে সমর্থক

(১) ইসলামের ফরযসমূহ পালন করেন;
(২) কুরআন ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেন;
(৩) সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত থাকেন;
(৪) নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করেন;
(৫) সংগঠনকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন;
(৬) দৈনন্দিন রিপোর্ট সংরক্ষণ করেন ও যথাযথ ফোরামে পেশ করেন এবং
(৭) নির্ধারিত সদস্য ফরম পূরণ করেন, তিনি প্রাথমিক সদস্য।

৩. সিনিয়র সদস্য : যে প্রাথমিক সদস্য

(১) সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকেন;
(২) নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন;
(৩) সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির বিপরীত অন্য কোন সংগঠনের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখেন;
(৪) নির্ধারিত সিনিয়র সদস্য ফরম পূরণ করেন এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অনুমোদন লাভ করেন, তিনি সিনিয়র সদস্য।

৪. কেন্দ্রীয় সদস্য : যে সিনিয়র সদস্য

(১) সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে নিজ জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে একাকার করে দেন;
(২) যথাযথভাবে গঠনতন্ত্রকে মেনে চলেন এবং গঠনতন্ত্র বিরোধী কাজ করেন না;
(৩) 'ইলমী (জ্ঞানগত), আমলী (কর্মগত) ও তানযীমী (সাংগঠনিক) যোগ্যতায় বিশেষ দক্ষতা ও অগ্রগামিতার স্বাক্ষর রাখেন;
(৪) সংগঠনের আমানতের পূর্ণাঙ্গ সংরক্ষণ করেন এবং
(৫) সকল কিছু জেনে বুঝে নির্ধারিত কেন্দ্রীয় সদস্য ফরম পূরণ করেন এবং কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার অনুমোদন লাভ করেন, তিনি কেন্দ্রীয় সদস্য।

চতুর্থ অধ্যায়

ধারা-৮. সাংগঠনিক স্তর : পাঁচটি :

ক. শাখা খ. ইউনিয়ন/ওয়ার্ড গ. উপজেলা/থানা ঘ. জেলা ঙ. কেন্দ্র।

ক. শাখা সংগঠন :

(১) গঠন পদ্ধতি :

যে কোন স্থানে অবস্থিত স্কুল, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল, ছাত্রাবাস, গ্রাম, মহল্লায় "ছাত্রসমাজ" এর কমপক্ষে তিন জন প্রাথমিক সদস্য থাকলে সেখানে একজনকে সভাপতি, একজনকে সাধারণ সম্পাদক ও একজনকে অর্থ সম্পাদক বা সদস্য করে প্রাথমিক শাখা কমিটি গঠন করা যাবে। তবে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য কমপক্ষে সাতজন প্রাথমিক সদস্যের প্রয়োজন হবে। শাখা কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ নয় জন। অপূর্ণাঙ্গ বা পূর্ণাঙ্গ উভয় প্রকার কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক সদস্য পাওয়া না গেলে সমর্থকদের মধ্য থেকে দায়িত্বশীল বা সদস্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা যাবে। তবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবশ্যই প্রাথমিক সদস্য হতে হবে। অন্যথায় সমর্থকদের মধ্য থেকে একজনকে আহবায়ক, একজনকে যুগ্ম আহবায়ক ও একজনকে সদস্য সচিব করে সর্বাধিক নয় জনের একটি "শাখা আহবায়ক কমিটি" ছয় মাস মেয়াদের জন্য গঠন করা যাবে। সুবিধামত স্থানে এর দফতর স্থাপন করা যাবে।

(২) শাখা কর্মপরিষদ নিম্নরূপ :

১. সভাপতি
২. সাধারণ সম্পাদক
৩. সাংগঠনিক সম্পাদক
৪. অর্থ সম্পাদক
৫. প্রচার সম্পাদক
৬. প্রশিক্ষণ সম্পাদক
৭. সাহিত্য ও সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক
৮. ছাত্র কল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
৯. দফতর ও পাঠাগার সম্পাদক

(৩) শাখা সংগঠনের কার্যক্রম :

১. এ সংগঠন প্রতি মাসে কমপক্ষে দু'টি সাংগঠনিক বৈঠক করবে।
২. অধিকাংশের উপস্থিতিতে বৈঠকের কোরাম হবে। পরবর্তী মুলতবী বৈঠকে আর কোরামের প্রয়োজন হবে না।

৩. বৈঠকে সংগঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪. দ্বীনের জ্ঞান (বিশেষ করে কুরআনে কারীম-এর বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ও অনুবাদ শিক্ষা) বিতরণ ও সৎ আমল (আমলে সালেহ) বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেকটি মানুষের বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণীদের নিকট যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৫. ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ইসলামী পাঠাগার স্থাপন করতে হবে এবং দৈনিক পত্রিকাসহ সাময়িকী সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. নিয়মিত দা'ওয়াত (সাধারণ ওয়ায-নছিহত) তা'লীম (কুরআন-হাদীছ ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা) এর ব্যবস্থা করতে হবে। তাওহীদ, সুন্নাত, গ্রহণযোগ্য হাদীসের উপর আমল, আখিরাত, জান্নাত ইত্যাদি প্রসঙ্গে পরিস্কার জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার, অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণ জাল-য'য়ীফ হাদীস, ভিত্তিহীন কিচ্ছা-কাহিনী, বেপরোয়া দুনিয়াদারী, কুসংস্কার ও জাহান্নাম প্রসঙ্গে সকলকে সতর্ক করতে হবে। সকলকে বিশেষ করে ছাত্র তরুণদের দ্বীনী কাজে শামিল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। মাসে কমপক্ষে একবার এ ধরনের মজলিস করতে হবে। এ জাতীয় মজলিসে নারী-পুরুষ, দল-মত নির্বিশেষে সকলেই উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৭. জরুরী খাতা-পত্র সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন : নোটিশ বই, রেজুলেশন বই, ক্যাশ বই, রশিদ বই, ভাউচার-ফাইল, চিঠি-পত্রের ফাইল, কর্মীদের সংখ্যা ও তালিকা, কর্মীদের ফরম, দাওয়াতী বৈঠকে উপস্থিত জনসংখ্যা রেজিস্ট্রার ইত্যাদি।

৮. উর্ধ্বতন সংগঠনের কাছে মাসিক কার্যবিবরণী (কর্মীদের এবং সংগঠনের) পাঠাতে হবে।

৯. উর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নে তৎপর থাকতে হবে।

১০. সংগঠনের কর্মী ও সুধীদের নিকট থেকে তা'আউন(অর্থ-সহযোগিতা) আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংগঠন :

(১) গঠন পদ্ধতি :

১. কোন ইউনিয়নে বা ওয়ার্ডে কমপক্ষে তিনটি অনুমোদিত শাখা থাকলে একটি সাংগঠনিক ইউনিয়ন গঠিত হবে।

২. সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডগুলো ইউনিয়নের মর্যাদা পাবে।

৩. উপজেলা/ থানা সভাপতি নিজ পরিষদের সাথে পরামর্শ করে এবং তদূর্ধ্ব সংগঠনের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদককে অবগত করে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড

সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করবেন। ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সভাপতি মনোনীত হওয়ার পনের দিনের মধ্যে সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করে বাকী দায়িত্বশীলগণকে মনোনীত করবেন।

৪. প্রাথমিক সদস্যদের মধ্য হতে গঠিত এ কর্মপরিষদের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ নয় জন হবে।

৫. সুবিধামত স্থানে এর দফতর স্থাপিত হবে।

(২) ইউনিয়ন/ওয়ার্ড কর্মপরিষদ নিম্নরূপ :

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. সাংগঠনিক সম্পাদক
৫. অর্থ সম্পাদক
৬. প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক
৭. সাহিত্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক
৮. ছাত্র কল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
৯. দফতর সম্পাদক

(৩) ইউনিয়ন/ওয়ার্ড সংগঠনের কার্যক্রম :

১. এ সংগঠন মাসে কমপক্ষে দু'টি নিয়মিত সাংগঠনিক বৈঠক করবে।
২. অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম হবে। পরবর্তী মূলতবী বৈঠকে কোরামের প্রয়োজন হবে না।
৩. শাখাগুলোকে সমন্বিত করে মাসে কমপক্ষে একটি দা'ওয়াতী ও শিক্ষা বৈঠক করতে হবে।
৪. ইসলামী পাঠাগার স্থাপন করতে হবে এবং সিলেবাসভূক্ত বইসহ প্রয়োজনীয় বইপুস্তক ও দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা, সাময়িকি ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।
৫. শাখাগুলোকে সক্রিয় রাখার জন্য নিয়মিত সাংগঠনিক ও তাবলীগী সফর করতে হবে।
৬. শাখাগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে শাখাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবে।
৭. ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের মাসিক কার্যবিবরণী (কর্মীদের ও সংগঠনের) উপজেলা/থানা সংগঠনে পাঠাতে হবে।
৮. প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করবে।
৯. উর্ধবতন সংগঠনের নির্দেশনা ও পরামর্শসমূহ বাস্তবায়ন করবে।

১০. সংগঠনের কর্মী ও সুধীদের নিকট থেকে তা'আউন আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. সুবিধামত সময়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।

গ. উপজেলা/থানা সংগঠন :

(১) গঠন পদ্ধতি :

১. কোন উপজেলা বা থানায় কমপক্ষে তিনটি অনুমোদিত ইউনিয়ন /ওয়ার্ড থাকলে উপজেলা/থানা সংগঠন কায়েম করা যাবে।

২. সুবিধামত উপজেলা বা থানাকে ভিত্তি করে এ স্তরের সংগঠন গঠিত হবে।

৩. জেলা সভাপতি নিজ কর্মপরিষদের এবং কেন্দ্রীয় সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক এর সাথে পরামর্শ করে উপজেলা/থানা সংগঠনের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন দিবেন। সভাপতি মনোনীত হওয়ার পনের দিনের মধ্যে সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করে বাকী দায়িত্বশীলগণকে মনোনীত করবেন অথবা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। জেলা সংগঠনের অনুপস্থিতিতে কেন্দ্র অনুমোদন দিবে।

৪. এ কর্মপরিষদের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ এগার জন হবে।

৫. উপজেলা শহরের কোন সুবিধাজনক স্থানে এ সংগঠনের দফতর স্থাপিত হবে।

(২) উপজেলা/থানা কর্মপরিষদ নিম্নরূপ :

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
৫. সাংগঠনিক সম্পাদক
৬. অর্থ সম্পাদক
৭. প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক
৮. সাহিত্য, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক
৯. ছাত্র কল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
১০. সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক
১১. দফতর সম্পাদক

(৩) উপজেলা/থানা সংগঠনের কার্যক্রম :

১. এ সংগঠন মাসে দু'টি নিয়মিত সাংগঠনিক বৈঠক করবে।

২. অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম হবে। পরবর্তী মুলতবী বৈঠকে কোরামের প্রয়োজন হবে না।
৩. ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ও শাখাসমূহের সমন্বয়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি দা'ওয়াতী ও শিক্ষা বৈঠক করবে।
৪. ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সুবিধামত স্থানে ইসলামী পাঠাগার স্থাপন করবে এবং সিলেবাসভূক্ত বইসহ প্রয়োজনীয় বইপুস্তক ও পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করবে।
৫. ইউনিয়ন/ওয়ার্ডগুলোকে সক্রিয় রাখার জন্য নিয়মিত সফর করবে।
৬. ইউনিয়ন/ওয়ার্ডগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে ইউনিয়ন/ওয়ার্ডকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবে।
৭. উপজেলা/থানার মাসিক রিপোর্ট (কর্মীদের ও সংগঠনের) জেলায় পাঠাবে।
৮. প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করবে।
৯. উর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশনা ও পরামর্শসমূহ বাস্তবায়ন করবে।
১০. সংগঠনের কর্মী ও সুধীদের নিকট থেকে তা'আউন আদায়ের ব্যবস্থা করবে।
১১. সুবিধামত সময়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে।

ঘ. জেলা সংগঠন :

(১) গঠন পদ্ধতি :

১. কোন সরকারি প্রশাসনিক জেলায় কমপক্ষে তিনটি সাংগঠনিক উপজেলা/থানা থাকলে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকা কেন্দ্র কর্তৃক অনুমোদিত হলে সেখানে জেলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা যাবে।
২. কেন্দ্রীয় সভাপতি নিজ কর্মপরিষদের সাথে পরামর্শ করে জেলার সিনিয়র সদস্যগণের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি মনোনয়ন দিবেন।
৩. উপযুক্ত দায়িত্বের জন্য সিনিয়র সদস্য পাওয়া না গেলে প্রয়োজনে কোন যোগ্য প্রাথমিক সদস্যকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে তবে তাকে ছয় মাসের মধ্যে সিনিয়র সদস্য মানে উন্নীত হতে হবে।
৪. সভাপতি মনোনীত হওয়ার এক মাসের মধ্যে গোপন ব্যালট নির্বাচনের মাধ্যমে জেলা কর্মপরিষদের বাকী দায়িত্বশীলগণ নির্বাচিত হবেন।
৫. জেলা সংগঠনের কর্মপরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ তের জন। তবে প্রয়োজনে কেন্দ্রের অনুমোদন সাপেক্ষে এ সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।
৬. জেলা শহর বা জেলার কোন সুবিধাজনক স্থানে এ সংগঠনের জেলা কার্যালয় স্থাপিত হবে।
৭. সক্রিয় সংগঠন আছে এমন বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও কামিল মাদ্রাসা জেলার মান পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(২) জেলা কর্মপরিষদ নিম্নরূপ :

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
৫. সাংগঠনিক সম্পাদক
৬. অর্থ সম্পাদক
৭. সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
৮. তথ্য ও প্রচার সম্পাদক
৯. দাওয়াহ্ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক
১০. সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক
১১. সাহিত্য, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২. দফতর সম্পাদক
১৩. ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক

(৩) জেলা সংগঠনের কার্যক্রম :

১. প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি নিয়মিত সাংগঠনিক বৈঠক করতে হবে। প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত নোটিশে জরুরী বৈঠক করা যাবে।
২. অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম হবে। পরবর্তী মুলতবী বৈঠকে কোরামের প্রয়োজন হবে না। উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড এর সমন্বয়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি দাওয়াহ্ ও শিক্ষা বৈঠক আয়োজন করবে।
৩. প্রতি তিন মাসে জেলার বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রোগ্রামে কেন্দ্রীয় মেহমান, ইসলামী চিন্তাবিদ ও 'আলিমগণের উপস্থিতি জরুরী।
৪. উপজেলা/থানা সংগঠনগুলোকে সক্রিয় রাখার জন্য নিয়মিত সফর করবে।
৫. উপজেলা/থানা সংগঠনগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে উপজেলা/থানা সংগঠনকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।
৬. জেলা সংগঠনের মাসিক রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠাবে।
৭. প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করবে।
৮. উর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশনা ও পরামর্শসমূহ বাস্তবায়ন করবে।
৯. সংগঠনের কর্মী ও সুধীদের নিকট থেকে তা'আউন আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. সংগঠনের সংশ্লিষ্ট জেলার অধীন সমর্থক ও প্রাথমিক সদস্যদের অনুমোদন প্রদান।

(ঙ) কেন্দ্রীয় সংগঠন :

(১) কেন্দ্রীয় সংগঠনের গঠন পদ্ধতি :

১. কেন্দ্রীয় সভাপতি, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ, কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভা ও কেন্দ্রীয় সদস্যদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠিত হবে।

২. কেন্দ্রীয় সদস্যদের মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় সভাপতি, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে সিনিয়র সদস্যদের মধ্য থেকে কাউকে কর্মপরিষদ সদস্য মনোনয়ন দেয়া যেতে পারে। তবে কর্ম-পরিষদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে তাকে কেন্দ্রীয় সদস্য মানে উন্নীত হতে হবে।

৩. কেন্দ্রীয় সদস্যদের মধ্য থেকে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সম্পাদকমণ্ডলীর সমন্বয়ে ন্যূনতম পনের (১৫) সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠিত হবে। প্রয়োজনে একাধিক সহ-সভাপতি, সহ সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য সম্পাদক মনোনয়ন দেয়া যাবে।

৪. বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামাআত-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এ পরিষদের অনুমোদন দিবে।

৫. বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামাআত-এর কেন্দ্রীয় আমীর এ সংগঠনের মূল যিম্মাদার হবেন।

(২) কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ নিম্নরূপ :

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
৫. সাংগঠনিক সম্পাদক
৬. অর্থ সম্পাদক
৭. দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক
৮. প্রশিক্ষণ সম্পাদক
৯. তথ্য ও প্রচার সম্পাদক
১০. সাহিত্য, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১১. সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক
১২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
১৩. ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক
১৪. সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
১৫. দফতর সম্পাদক

(৩) কেন্দ্রীয় সংগঠনের মৌলিক কার্যক্রম :

১. প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি নিয়মিত সাংগঠনিক বৈঠক করতে হবে। প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত নোটিশে জরুরী বৈঠক করা যাবে। অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম হবে। পরবর্তী মুলতবী বৈঠকে কোরামের প্রয়োজন হবে না।

২. মূলনীতির আলোকে সংগঠনের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মৌলিক কর্মসূচির ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩. সংগঠনের সকল স্তরে শৃঙ্খলা বিধান।

৪. সংগঠনের প্রতিটি স্তরের অনুমোদন প্রদান ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করা।

৫. জেলা কর্মপরিষদের সভাপতি মনোনীত করা এবং সংগঠনের সিনিয়র সদস্যদের অনুমোদন প্রদান করা।

৬. সংগঠনের সর্বস্তরের কর্মীদের সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৭. বিভিন্ন সাংগঠনিক স্তরে সফর করা ও দাওয়াতী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৮. রসিদ বই, দাফতরিক প্যাড ও সিল সহ কেন্দ্রীয় কাগজপত্র ছাপানো এবং প্রয়োজনীয় উপাদান-উপকরণের ব্যবস্থা করা।

৯. কেন্দ্রীয় অডিট বোর্ড গঠন এবং সংগঠনের সর্বস্তরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শন ও অডিটের ব্যবস্থা করা।

১০. সংগঠনের সকল স্তরের কর্মীদের নিয়ে বছরে একবার কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন করা।

১১. প্রতি দুই বছর পর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত করা।

১২. সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনবোধে আহ্বায়ক কমিটি গঠনের অনুমতি/অনুমোদন প্রদান এবং সময়মত বিলুপ্ত করা।

১৩. সংগঠনের সকল স্তরের সুধীবৃন্দের ও শুভাকাঙ্খীদের অংশগ্রহণে বছরে একটি জাতীয় সুধী সমাবেশের আয়োজন করা।

১৪. বছরের যে কোন সময় বিভিন্ন বিষয়ে ইসলাম, দেশ ও জনগণের স্বার্থে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন ইত্যাদি ব্যবস্থা করা।

১৫. জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

পঞ্চম অধ্যায়

ধারা- ৯ : পরামর্শ সভা :

(১) গঠন প্রক্রিয়া :

১. এ সংগঠনে একটি পরামর্শ সভা থাকবে, যেটি সংগঠনের সর্বোচ্চ পরামর্শ পরিষদ হিসেব গণ্য হবে।

২. কেন্দ্রীয় সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের যোগ্য কর্মীদের মধ্য থেকে সর্বনিম্ন বিশ ও সর্বোচ্চ চল্লিশ জন সদস্য নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সকল সদস্য পদাধিকার বলে এ পরামর্শ সভার সদস্য হবেন।

৩. সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এ সভার কার্যালয় হিসাবে গণ্য হবে।

৪. বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আত এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এ সভার অনুমোদন দিবে।

(২) পরামর্শ সভার কার্যক্রম :

১. সংগঠনের নীতি-নির্ধারণী মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ এ সভা পর্যালোচনা করবে ও মতামত দিবে।

২. সংগঠনের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমর্থ হলে বিষয়টি পরামর্শ সভায় উপস্থাপন করা হবে এবং পরামর্শ সভা বিষয়টির ব্যাপারে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। শূরা বৈঠকে অধিকাংশের রায়ে গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৩. কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

৪. গঠনতন্ত্রের সংরক্ষণ, সংশোধন ও ব্যাখ্যা প্রদান করা।

৫. জরুরী অবস্থায় করণীয় নির্ধারণের পরামর্শ দিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধারা-১০: দায়িত্বশীলগণের কর্তব্য :

(১) কেন্দ্রীয় সভাপতি :

১. তিনি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও পরামর্শ সভার প্রধান হিসাবে কেন্দ্রীয় সকল মিটিং, সভা ও সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন।

২. সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন, সংগঠন পরিচালনা, কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করবেন।

৩. সংগঠনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের মিটিং-এ গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪. জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্মপরিষদের মিটিং অনুষ্ঠান সম্ভবপর না হলে সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করে সভাপতি তাৎক্ষণিক জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে এবং বাস্তবায়ন করতে পারবেন। তবে পরবর্তী কর্মপরিষদ মিটিং-এ সে সিদ্ধান্তের অনুমোদন লাভ করতে হবে।

৫. সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে কর্মপরিষদের সাথে পরামর্শ করে বিশেষ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

৬. সভাপতি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও জেলা দায়িত্বশীলগণের সাংগঠনিক আনুগত্যের ওয়াদা করাবেন।

৭. কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ বা পরামর্শ সভার সাধারণ বা জরুরী মিটিং আহ্বানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশনা দিবেন।

৮. সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা বিধি সভাপতিকে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করেছে তা তিনি নিজে কিংবা সদস্যগণের মধ্য থেকে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রয়োগ করবেন। তবে সভাপতি তাঁর সকল কাজের জন্য পরামর্শ সভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।

৯. প্রয়োজনে বিশেষ প্রেক্ষাপটে তিনি বা তাঁর প্রতিনিধি মাতৃসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আত'-এর কর্মপরিষদের মিটিং-এ অনুমতি সাপেক্ষে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য, বিবৃতি ও প্রস্তাব পেশ করতে পারবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি :

তিনি সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত সংগঠনের যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের মিটিং এ সভাপতিত্ব করবেন এবং সভাপতি উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতিকে সর্বদা সহযোগিতা করবেন এবং সাংগঠনিক যেকোন দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন। পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্য কোন কারণে সভাপতির পদ শূন্য হলে সহ-সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য সভাপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক :

তিনি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন। তিনি কেন্দ্রীয় সভাপতির সাথে পরামর্শ করে তাঁর নির্দেশনাক্রমে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও পরামর্শ সভার মিটিং আহ্বান, আলোচ্যসূচী প্রস্তুত ও উপস্থাপন করবেন এবং সার্বিক রিপোর্ট পেশ করবেন। তিনি মিটিং পরিচালনা করবেন। প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করতে দফতর সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন। তিনি কেন্দ্রীয় চিঠি-পত্র, প্রেস রিলিজ ও অন্যান্য কাগজ-পত্র নিরীক্ষা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সম্পাদককে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিবেন। তিনি সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করবেন। মিটিং এ গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক :

তিনি সাধারণ সম্পাদককে সার্বিক সহযোগিতা করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং তাঁর উপর অর্পিত সংগঠনের দায়িত্বসমূহ এবং বিভাগীয় কর্ম সম্পাদন করবেন।

(৫) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক :

তিনি সংগঠনের বিন্যাস, অগ্রগতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালন করবেন। উদ্ভূত সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন। তিনি সংগঠন ও জনশক্তির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করবেন এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত ও পেশ করবেন। সংগঠন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং যথাযথ ফোরামের অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিবেন।

(৬) কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক :

তিনি সংগঠনের হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ করবেন এবং মাসিক আয়-ব্যয়ের রিপোর্ট পেশ করবেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বাজেট পেশ করবেন এবং কর্মপরিষদে অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি সংগঠনের বার্ষিক হিসাব অডিট করবেন এবং প্রথমত কর্মপরিষদে ও পরে পরামর্শ সভায় পেশ করবেন।

(৭) কেন্দ্রীয় দাওয়াহ্ ও তাবলীগ সম্পাদক :

তিনি সংগঠনের দা'ওয়াত ও তাবলীগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। এ বিষয়ক বই-পুস্তক বক্তা-চিন্তাবিদদের যোগান দিবেন। দ্বীনী ওয়ায-নসিহতের ব্যবস্থা এবং ওয়ায়েয ও বক্তা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

(৮) কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক :

কর্মী ও দায়িত্বশীলদেরকে অধিকতর যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করবেন। কর্মীদের মান-উন্নতি ও মান-অবনতি প্রসঙ্গে নোট সংরক্ষণ করবেন এবং যথাযথ ফোরামে (কর্মপরিষদ) তা পেশ করবেন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে তিনি সাংগঠনিক সম্পাদকের সাথে মতামতের আদান-প্রদান করবেন।

(৯) কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার সম্পাদক :

তিনি সংগঠনের সার্বিক প্রচারণা এবং সর্বস্তরে খবরাদি পৌছানোর দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য লেন-দেন ও বিবৃতি প্রদান করবেন এবং মিডিয়া সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

(১০) কেন্দ্রীয় সাহিত্য, পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক :

তিনি সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতার আয়োজন ও সংগঠনের প্রয়োজনীয় সাহিত্য, বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, হ্যান্ডবিল-লিফলেট ও বিভিন্ন প্রচারপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং বাস্তবায়ন করবেন। তিনি ইসলামী ক্যাসেট, ভিডিও, সিডি ইত্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করবেন। তিনি সংগঠনের সর্বত্র লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

(১১) কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক :

তিনি ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়নে ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও অপসংস্কৃতি নিরোধে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। দেহ ও মনের বিকাশ ও উন্নয়নে ইসলাম অনুমোদিত খেলা-ধুলা চর্চার ব্যবস্থা করবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন।

(১২) কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক :

তিনি সংগঠনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট চালু করা, সজ্জিত করা, এতে প্রয়োজনীয় তথ্য, ছবি আপলোড করা, সামাজিক মিডিয়ার (যোগাযোগ মাধ্যম) মাধ্যমে সাংগঠনিক দাওয়াহ্ ও তাবলীগী কাজ সম্পাদন করা। তাছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সাংগঠনিক সম্পৃক্ত যে কোন কাজ সম্পন্ন করা। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট সম্পাদকগণের পরামর্শ ও সহযোগিতা নেবেন। তবে তিনি তার কাজ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অবগতি ও অনুমোদন সাপেক্ষে করবেন।

(১৩) কেন্দ্রীয় ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক :

তিনি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় ও যাবতীয় কল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং তা যথাযথ ফোরামের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করবেন। দান, অনুদান, ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি ও শিক্ষা-

উপকরণ বিতরণ, কোচিং প্রদান, আবাসন ইত্যাদির ব্যবস্থা করবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিবদমান পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তা নিরসনের চেষ্টা করবেন এবং দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে তাদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

(১৪) কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক :

তিনি প্রয়োজনীয় ও যাবতীয় সমাজ কল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং তা যথাযথ ফোরামের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করবেন। ত্রাণ, উদ্ধার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বিষয়ক সংস্থা প্রতিষ্ঠা, সেবা, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ, ফান্ড সংগ্রহ ও যথাযথভাবে বণ্টন ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করবেন।

(১৫) কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক :

তিনি সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম নথিভূক্ত, ফাইল-পত্র ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনমূহুর্তে উপস্থাপন করবেন। সর্বত্র চিঠি পত্রের আদান-প্রদান এবং ফোন ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। কেন্দ্রীয় দফতরের সার্বিক তদারকি করবেন এবং সংগঠনের সর্বস্তরের দফতরগুলোর সাথে নেটওয়ার্ক রক্ষা করবেন।

(১৬) অধীনস্ত সাংগঠনিক স্তরসমূহে উপরোল্লিখিত সম্পাদকসমূহের যেখানে যে দায়িত্ব যেভাবে প্রযোজ্য তার আলোকে উপর্যুক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ প্রয়োগ ও নির্ধারিত হবে।

(১৭) কেন্দ্রীয় সদস্য

১. কেন্দ্রীয় সদস্যগণ সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তরের জনশক্তি ও সজাগ পাহারাদার।

২. কেন্দ্রীয় সদস্যদের মধ্য থেকেই কেন্দ্রীয় সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, বাকী কর্মপরিষদ সদস্য ও পরামর্শ সভার সদস্যগণ নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

৩. কেন্দ্রীয় নির্বাচনসমূহে তারা রায় প্রদান করবেন।

৪. সংগঠনের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবেন।

৫. সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন।

৬. সাংগঠনিক বৃহত্তর কল্যাণ ও সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

সপ্তম অধ্যায়

ধারা-১১ : সভাসমূহ :

১. সভাপতির পরামর্শক্রমে প্রত্যেক সাংগঠনিক স্তরের সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান করবেন।

২. কেন্দ্রীয় সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক যে কোন কেন্দ্রীয় সভা আহ্বান করতে পারবেন।

৩. প্রয়োজনে সকল সাংগঠনিক স্তরের প্রধানগণ/সভাপতিগণ জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন।

৪. সাধারণ সভার নোটিশ কমপক্ষে সভার সাত (৭) দিন পূর্বে করতে হবে।

৫. মুলতবী সভা সাত দিনের মধ্যে আহ্বান করতে হবে। তবে সঙ্গত কারণে তা পিছানো যেতে পারে।

৬. নিয়মিত মাসিক সভা বিনা নোটিশে হতে পারে। তবে যে কোনভাবে পারস্পরিক অবহিতকরণ গুরুত্বপূর্ণ।

৭. সংগঠনের সর্বস্তরে দাওয়াতী ও তাবলীগী সভা, সুধী সমাবেশ, ছাত্র সমাবেশ, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সেমিনার, ওয়ায-মাহ্‌ফিল ইত্যাদির আয়োজন।

৮. দুই বছর পরপর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন আয়োজন।

৯. বছরে একটি কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশনও হতে পারে।

১০. মাসিক/সাংগঠনিক বিভিন্ন স্তরের সভাসমূহের বিবরণ যথাস্থানে দেয়া হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

ধারা- ১২ : নির্বাচন :

১. নির্বাচন কমিশন : মাতৃসংগঠন-এর আমীর ছাত্র ও যুব বিভাগ-এর তত্ত্বাবধায়কের সাথে পরামর্শ করে তাঁর পরিষদের সদস্যদের থেকে একজনকে প্রধান করে সর্বনিম্ন তিনজন ও সর্বোচ্চ পাঁচজনের একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন। সেই কমিশন নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন পরিচালনা ও ফলাফল ঘোষণা করবেন।

২. এ সংগঠনের নির্বাচন হবে প্রার্থীশূণ্য। নির্বাচনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কারো পক্ষে-বিপক্ষে প্রচারণা বা প্ররোচনা চালানো যাবে না। তবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ করা যাবে।

৩. কেন্দ্রীয় সদস্যগণের সরাসরি ভোটে কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবেন।

৪. কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আত এর ছাত্র ও যুব বিভাগ-এর তত্ত্বাবধায়কের সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ গঠন করবেন।

৫. সংগঠনের অধস্তন সকল স্তরের নির্বাচন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ নির্ধারণ করবে।

৬. কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলনের সময় এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা- ১৩ : দায়িত্বশীলগণের যোগ্যতা ও গুণাবলী :

সংগঠনের যেকোন স্তরের দায়িত্বশীল নির্বাচনের সময় সাংগঠনিক মান অনুযায়ী ব্যক্তির সাধারণ যোগ্যতা ও গুণাবলীগুলোকে সামনে রাখতে হবে। সাথে সাথে ব্যক্তির জ্ঞানগত, আমলগত ও সাংগঠনিক যোগ্যতাকে বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। তাছাড়া ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য, সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা, কথা ও কর্মের দৃঢ়তা, সৎ সাহস, মনোবল, দ্রুত যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, সংগঠনের প্রতি আনুগত্য, ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা, সংগঠনে তার গ্রহণযোগ্যতা, পদের প্রতি লোভহীনতা সহ শরী'য়াহ প্রতিপালনে একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা ও অবিচলতা দায়িত্বশীল নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্যণীয়।

ধারা- ১৪ : দায়িত্বের মেয়াদ :

১. সংগঠনের সকল স্তরের কর্মপরিষদের মেয়াদকাল দুই বছর।

২. মেয়াদ শেষ হওয়ার সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি ছাত্র ও যুব বিভাগ-এর তত্ত্বাবধায়ককে অবগত করে নির্বাচন কমিশন গঠন ও যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার আবেদন করবেন।

৩. আহ্বায়ক কমিটির সাধারণ মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ছয় মাস। তবে বিশেষ কারণে মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ধারা- ১৫ : পদচ্যুতি/অব্যাহতি :

১. কেন্দ্রীয় সদস্যগণের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য কেন্দ্রীয় সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করলে অথবা অধিকাংশ সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক দায়িত্বে অবহেলা বা খিয়ানত অথবা মারাত্মক শরী'য়াহ বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ লিখিতভাবে বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আত-এর ছাত্র ও যুব বিভাগ-এর তত্ত্বাবধায়ক এর নিকট পেশ করলে তাঁর পদচ্যুতির প্রক্রিয়া শুরু হবে। তত্ত্বাবধায়ক পেশকৃত অভিযোগনামা পাওয়ার পরবর্তী ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে মাতৃসংগঠনকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সদস্য নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন

করবেন। এই কমিটি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াদি সম্পাদন করে যথাযথ ফোরামে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করবেন। তত্ত্বাবধায়ক-এর অনুপস্থিতিতে যথাক্রমে বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আত-এর কেন্দ্রীয় আমীর বা সেক্রেটারী জেনারেল অভিযোগপত্র গ্রহণ করবেন এবং যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পাদন করবেন।

২. কেন্দ্রীয় সভাপতি সঙ্গত কারণে স্বয়ং অব্যাহতি গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তিনি কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতিকে সম্বোধন করে কর্মপরিষদের কাছে লিখিত আবেদন পেশ করবেন। সহ-সভাপতি আবেদন পত্র পাওয়ার পনের (১৫) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে কর্মপরিষদের জরুরী সভা আহ্বান করবেন এবং সভায় বিষয়টি পর্যালোচনা করে ও তত্ত্বাবধায়ক-এর সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৩. কেন্দ্রীয় সভাপতির পদচ্যুতি বা অব্যাহতির সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৪. সহ-সভাপতি দায়িত্বগ্রহণ করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাতৃসংগঠনকে অবহিত করবেন এবং মাতৃসংগঠন নিয়মতান্ত্রিকভাবে ষাট (৬০) দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

৫. কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অন্য কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ পেশ করতে হলে তা লিখিতভাবে সভাপতি বরাবর পেশ করতে হবে। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে তা উপস্থাপন ও গ্রহণপূর্বক তত্ত্বাবধায়ক-এর সাথে পরামর্শ করে তা কার্যকর করবেন।

৬. জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে হলে কেন্দ্রীয় সভাপতির কাছে সুনির্দিষ্ট ও লিখিতভাবে করতে হবে। জেলা কর্মপরিষদ ও তথায় অবস্থিত অধিকাংশ কেন্দ্রীয় সদস্য অভিযোগের ক্ষেত্রে একমত হলে ও তা প্রমাণিত হলে কেন্দ্রীয় সভাপতি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে তা পর্যালোচনাপূর্বক ফয়সালা করবেন।

৭. সংগঠনের অন্যান্য স্তরের সভাপতির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট জেলা সভাপতি বরাবর পেশ করতে হবে। তিনি তার কর্মপরিষদের মিটিং এ অভিযোগের ফয়সালা করবেন।

৮. উল্লেখ্য, জেলা, উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ও শাখা সংগঠনের যে কোন স্ত রের কোন সদস্য ও দায়িত্বশীলের দায়িত্বহীনতা, খিয়ানত ও গুনাহে কাবীরা পর্যায়ের কোন অভিযোগ পেশ করার জন্য অধিকাংশ সদস্যের একমত হওয়া জরুরী নয়। সংশ্লিষ্ট সভাপতি স্বীয় কর্মপরিষদের সাথে পরামর্শ করে তা ফয়সালা করবেন অথবা মন্তব্য সহ কেন্দ্রে পাঠাবেন।

নবম অধ্যায়

ধারা- ১৬ : অর্থব্যবস্থা ও হিসাব নিকাশ :

১. সংগঠনের সর্বস্তরে বাইতুল মাল তথা অর্থব্যবস্থা থাকবে।

২. সকল স্তরের সমর্থক, সদস্য, উপদেষ্টা, সুধী ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ তাদের নিয়মিত বিশেষ ও এককালীন দান সংগঠনের সংশ্লিষ্ট স্তরে জমা দিবেন।

৩. সংগঠনের আয়ের উৎস হবে, নির্ধারিত তা'আউন, এককালীন ও বিশেষ দান, প্রকাশনার বিক্রয়লব্ধ মুনাফা, যাকাত, ছাদাকাহ, উশর, ফিৎরা ইত্যাদি।

৪. সংগঠনের সকল স্তরে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদকের সমন্বয়ে ব্যাংক একাউন্ট থাকবে। টাকা উত্তোলনের জন্য সভাপতি সহ অন্য যে কোন এক জনের স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।

৫. কেন্দ্রের সকল প্রকারের আয় কেন্দ্রীয় একক হিসেবে জমা থাকবে। কেন্দ্রের অনুমোদিত রশিদ বইয়ে তা'আউন আদায় হবে এবং খরচের ভাউচারে ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. প্রত্যেক স্তরের সংগঠনের আয় থেকে চারভাগের তিনভাগ রেখে বাকী একভাগ উর্ধ্বতন সংগঠনে প্রদান করবে অথবা উর্দ্ধতন সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত কোটা পরিশোধ করবে।

৭. কেন্দ্রীয় উদ্যোগে সংগৃহীত যে কোন আয় স্থানীয় খরচা বাদে সম্পূর্ণই কেন্দ্রে জমা হবে।

৮. তবে স্থানীয় ওয়ায মাহফিল, ইসলামী জলসা, সেমিনার, সুধী সমাবেশ দাওয়াত ও তালীমী মজলিস, বৈঠকী দান ইত্যাদির আয় স্থানীয় সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৯. শাখা ৪০০/=, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ৭০০/=, উপজেলা/থানা ১২০০/=, জেলা ২০০০/= ও কেন্দ্র ৫০০০/= টাকার বেশি হ্যান্ড-ক্যাশ রাখতে পারবে না। বিশেষ কারণবশত এর বেশী হাতে রাখতে হলে বা ব্যাংক থেকে এর বেশি উত্তোলন করতে হলে স্ব-স্ব কর্মপরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

১০. সংগঠনের সার্বিক স্বার্থে এবং এর সকল পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ ব্যয় হবে এবং কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ খাতে অর্থ ব্যবহৃত হবে। স্ব-স্ব কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতিটি স্তরের সংগঠনের খরচ হবে। বিশেষ ব্যয়ের জন্য কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত ও মজলিসে শূরার অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

১১. যাকাত থেকে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব পৃথক রাখতে হবে। এই খাতের অর্থ শুধুমাত্র শরীয়াহ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা হবে।

১২. উর্ধ্বতন সংগঠনের সফরের ব্যয়ভার অধঃস্তন সংগঠন বহন করবে।

১৩. প্রত্যেক স্তরের সভাপতি সামগ্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট স্তরের বাইতুলমালের আয়-ব্যয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন এবং অধঃস্তন সংগঠনের বাইতুলমালের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

১৪. কেন্দ্রীয় সভাপতি কর্মপরিষদের সাথে পরামর্শ করে অডিট কমিটি গঠন করবেন।

১৫. প্রতিটি সাংগঠনিক বছর শেষে অডিট কমিটির মিটিং-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সার্বিক হিসাব-নিকাশ সম্পাদিত হবে।

১৬. সংগঠনের সকল স্তরের বাইতুলমালের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭. অডিট কমিটি তাদের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে পেশ করবে এবং কর্মপরিষদ তা পর্যালোচনা করে অনুমোদন দিবে।

দশম অধ্যায়

ধারা - ১৭ : আনুগত্যের ওয়াদা :

১. কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আত-এর মুহতারাম আমীর বা তাঁর প্রতিনিধি ওয়াদানামা পাঠ করাবেন।

২. কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য, জেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সিনিয়র সদস্য ও কেন্দ্রীয় সদস্যগণের ওয়াদানামা কেন্দ্রীয় সভাপতি বা তাঁর অবর্তমানে সহ-সভাপতি পাঠ করাবেন।

৩. জেলা কর্মপরিষদের বাকী সদস্য এবং জেলা সংগঠনের অধীন সকল স্তরের দায়িত্বশীলগণ/কর্মপরিষদের সকল সদসবৃন্দকে সংশ্লিষ্ট জেলা সভাপতি ওয়াদানামা পাঠ করাবেন।

একাদশ অধ্যায়

ধারা - ১৮ : গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা বিধির ব্যাখ্যা ও সংশোধন :

১. গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা বিধির কোন ধারা, উপধারা বা এর কোন পরিভাষার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের নিকট যথাসময়ে পেশ করবে।

২. কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের প্রস্তাবনা ও বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আত এর অনুমোদন সাপেক্ষে গঠনতন্ত্র সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, সংকোচন ও পরিমার্জন করা যাবে।

ধারা - ১৯ : বিবিধ :

১. প্রতি বছর জানুয়ারী মাস হতে সাংগঠনিক বছর শুরু হবে। প্রতি সেশনের মেয়াদ দুই বছর হবে।

২. সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শেষে তারা মাতৃসংগঠন **বাংলাদেশ আহলেহাদীস জামা'আত** -এর সাথে সাংগঠনিক জীবন শুরু ও পরিচালনা করবেন।

পরিশিষ্ট

ওয়াদানামা

১. কেন্দ্রীয় সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ওয়াদানামা :

قال الله تعالى : (وَاجعَلْ لَنَا مِن لدنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لدنكَ نَصِيرا).

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(হে আমাদের রব্ !) আর আপনি আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সহযোগিতাকারী নিয়োগ করে দিন)। (সূরাহ্ আন-নিসা, আয়াত : ৭৫)

قال الرسول صلى الله عليه وسلّم : " المسلِمون عَلى شروطِهِم" (أبو داود، الترمذي و البخاري تعليقا).

রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন : "মুসলিমগণ তাদের শর্তানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য"।
(আবূ দাউদ - ৩৫৯৪, তিরমিযী - ১৩৫২, বুখারী সংক্ষিপ্ত সনদে)।

আমি ...., পিতা ....
আল্লা্ রাব্বুল 'আলামীনকে সাক্ষী রেখে এই মর্মে ওয়াদা করছি যে,

১) আমি ইখলাসের সাথে আমার উপর অর্পিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় **সভাপতি/ সহ-সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক** এর দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম।

২) আমি রাগ, বিরাগ, অনুরাগ, স্বজনপ্রীতি, অঞ্চলপ্রীতি, ভীতি ও সংকীর্ণতার উর্দ্ধে থেকে ইনসাফ ও শৃঙ্খলার সাথে সংগঠন পরিচালনা করব ।

৩) আমি কর্মপরিষদ ও পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শপূর্বক সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিব ও কার্যক্রম পরিচালনা করব।

৪) আমি সংগঠনের স্বার্থকে অন্যান্য স্বার্থের উপর স্থান দিব। আমি সাংগঠনিক প্রভাবকে কোন অবস্থাতেই ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করব না।

৫) আমি সংগঠনের কল্যাণে সর্বোচ্চ দৈহিক, আর্থিক, মেধা ও সময়ের ত্যাগ দিতে প্রস্তুত।

৬) আমি সংগঠনের সার্বিক আমানতের হেফাযত করব, কোন ধরনের খেয়ানত করব না।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ওয়াদা রক্ষা ও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের তাওফিক দান করুন -আমীন।

২. অন্যান্য দায়িত্বশীলদের ওয়াদানামা :

قال الله تعالى : (و أوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
"এবং তোমরা ওয়াদা বাস্তবায়ন কর, নিশ্চয় ওয়াদা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হবে"।
(সূরাহ্ বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৩৪)

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (الا كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته) البخاري).

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) বলেছেন : জেনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হবে।
(সহীহ বুখারী -৬৭১৯)

১) আমি......................................, পিতা ....
আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনকে সাক্ষী রেখে এই মর্মে ওয়াদা করছি যে,
২) আমি বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ এর **গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা** বিধি মেনে চলব এবং সংগঠনের মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সকল প্রকার কর্মসূচি কার্যকর করাকে আমার অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করব।
৩) আমার উপর অর্পিত সংগঠনের সকল দায়িত্ব পালন করব।
৪) আমি পরামর্শের গোপনীয়তা, সংগঠনের সার্বিক স্বার্থ, মর্যাদা ও আমানত পূর্ণভাবে রক্ষা করব এবং সর্বত্র শৃঙ্খলা বিধানের চেষ্টা করব।
হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে এ ওয়াদা পালনের তাওফীক দান করুন -আমীন!

৩. জনশক্তির বিভিন্ন স্তরের সদস্যের ওয়াদানামা :

قال الله تعالى : (و تعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم والعدوان)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
"এবং তোমরা পরস্পর নেক কাজে এবং তাকওয়ার পথে সহযোগিতা কর আর গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না"। (সূরাহ্ আল-মায়েদাহ, আয়াত : ২)

১) আমি......................................, পিতা ....
আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনকে সাক্ষী রেখে এই মর্মে ওয়াদা করছি যে, বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ এর **গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা** বিধি পুরোপুরি মেনে চলব এবং এর ভিত্তিতে সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য অর্জন ও কর্মসূচীর বাস্তবায়নকে আমার প্রধান কর্তব্য বলে মনে করব।
২) আমি আমার উপরে প্রদত্ত সংগঠনের যে কোন দায়িত্ব পালন করব ও আমানত রক্ষা করব।
৩) আমি পরামর্শের গোপনীয়তা এবং সংগঠনের সার্বিক স্বার্থ ও মর্যাদা পূর্ণভাবে সংরক্ষণ ও সর্বোত্তম শৃংখলা বিধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে এ ওয়াদা পালনের তাওফীক দান করুন -আমীন!
ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।

***

একটি আদর্শবাদী ছাত্রসমাজ আজ সময়ের দাবি।
আসুন! সেই দাবি পূরণে **বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ**-এর
পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হই।